দৈনিক সংবাদ

MAR 10 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

ঢা.বি ৭৫ জন শিক্ষকের বিবৃতি

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫ জন শিক্ষক এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করেন, 'আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বিএনপি-জামাত নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। খুন, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ নারী ধর্ষণ ও হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ প্রতিদিনই ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আপামর জনসাধারণ আজ এক চরম অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্কে ভুগছে।' দেশের চলমান সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে উল্লেখ করে তারা আরো বলেন, 'একদিকে চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ করায় দেশে বেকারত্ব হতাশাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে সরকারের ঘৃণ্য দলীয় সংকীর্ণতায় বিপুলসংখ্যক সম্ভাবনাময় দক্ষ চাকরিজীবীকে কর্মচ্যুত করা হচ্ছে। ফলে প্রশাসনে সৃষ্টি হয়েছে চরম সঙ্কট ও অসন্তোষ'। সরকারের দলীয়করণ নীতি শিক্ষাঙ্গনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করতেও এ সরকার কুণ্ঠিত হচ্ছে না। সম্প্রতি বিরোধীদলীয় নেত্রীর উত্তরাঞ্চল সফরকালে তার গাড়িতে, হামলা ও প্রাণনাশের অপচেষ্টা চালানো হয়। আমরা এ ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক হিসেবে, দেশ ও জাতি তথা গণমানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে শিক্ষকগণ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ সমস্ত ঘটনা রোধকল্পে এবং জনজীবনের নিরাপত্তা রক্ষায় আন্তরিক ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিদানকারী শিক্ষকবৃন্দ হলেন- অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক মো. শাহাদত আলী, অধ্যাপক মো. মোস্তফা চৌধুরী, অধ্যাপক এ. জেড. এম নওশের আলী খান, অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক এস.এম ইমামুল হক, অধ্যাপক সুলতানা শফি, অধ্যাপক ম. এনামুল হক. অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, শরিফ উল্লাহ ভুঁইয়া, অধ্যাপক আ.আ.ম.শ আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক হারুন-অর রশিদ, অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক মুহিবুর রহমান, অধ্যাপক নুরুর রহমান খান, অধ্যাপক এস.এম. মাহফুজুর রহমান, অধ্যাপক এ.কিউ.এম মাহবুব, অধ্যাপক শওকাত হোসেন, অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক হোসেন মনসুর, অধ্যাপক, শেখ আবদুস সালাম, অধ্যাপক এম. খায়রুল হোসেন, অধ্যাপক মো. সেকুল ইসলাম, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক খন্দকার আশরাফ হোসেন, অধ্যাপক এম. মোজাম্মেল হক. অধ্যাপক ডোনাল্ড জেমস গোমেজ, ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, ড. মুহাম্মদ সামাদ, অধ্যাপক তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক নাসরীন আহমদ, ফরিদা বেগম, ড. মো. ইমদাদুল হক, শওকাতুজ্জামান, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক মীজানুর রহমান, ড. নাজমা শাহীন, বিদ্যুৎকান্তি দত্ত, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, অধ্যাপক মিহিরলাল সাহা, অধ্যাপক শাহজাহান তপন, ড. মুজিবউদ্দিন আহমেদ, ড. মো. আখতারুজ্জামান, সুমনকান্তি বড়ুয়া, অধ্যাপক সেকেন্দার হায়াত খান, ড. মো. হারুনার রশীদ খান, সিকদার মোনোয়ার মুর্শেদ. রহমত আলী, ড. এমরান কবির চৌধুরী, মো. মুহসিন উদ্দিন মিয়া, বায়তুল্লাহ কাদেরী, মো. আবদুস সবুর খান, মো. আবু তালেব, শীতেশচন্দ্র বাছার, আবু সাঈদ তালুকদার, ড. এম.এ. মালেক, মো. মশিউর রহমান, কে.এম. সাইফুল ইসলাম, নিসার হোসেন, মো. নুরে আলম সিদ্দিকী, শেখ হাফিজুর রহমান, মাহবুব আহসান খান, ড. মুজিব খোন্দকার, অধ্যাপক মো. জালালউদ্দিন, ড. মো. তজিবর রহমান, ড. আফজাল হোসেন, ড. তুষারকান্তি দাশ, ড. মো. রহমত উল্লাহ, গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মো. মুশফিক উদ্দিন, জামাল খান, অধ্যাপক অজয় কুমার দাস, মো. মফিজুর রহমান, সমীর কুমার ভৌমিক, ড. ফারমিন ইসলাম, মো. আবদুল জব্বার, মো. আবদুল্লাহেল আমীন, চন্দ্রনাথ পোদ্দার, আবদুল বাছির, মো. নুরুজ্জামান, মো. আফতাব আলী শেখ, মাসুদুর রহমান, এ. কে. এম. খাদেমুল হক ও মো. মাহমুদুর রহমান ভুঁইয়া।